বাংলা প্রথম পত্র ক্লাস # ৪

মুহাম্মদ রুহুল কাদের
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
বেপজা পাবলিক স্কুল ওকলেজ চট্টগ্রাম

দ্বাদশ শ্রেণি #
বাংলা নাটক : **সিরাজউদ্দৌলা**: **সিকানদার আবু জাফর**
(১৯১৮ -১৯৭৫)
সময়: ৪৫ মিনিট

শিখনফল
* নাটক কাকে বলে জানতে পারবো
* বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যাবে
*সিরাজউদ্দৌলা নাটকের মূলভাব দেশপ্রেম তা জানতে পারবো
*বিশ্বাসঘাতকদের কারণে কত নির্মম পরিণতি তা জানা যাবে
* ঘসেটি বেগম ও সিরাজউদ্দৌলার দ্বন্দ্ব ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যা রাজনৈতিক
* চার অঙ্ক বিশিষ্ট এ নাটক সিরাজউদ্দৌলা
* স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা নিন্দনীয় তা জানতে পারবো
* নাটকের ঐতিহাসিকতা, ট্র্যাজেডি, নামকরণের সার্থকতা জানতে পারবো।
* ইরেজের কূটকৌশল ও স্বার্থান্বেষী মনোভাবের পরিচয়
*বাংলার শেষ নবাবের পরাজয় ও করুণ পরিণতি সম্পর্কে ধারণা
* বাংলার সাধারণ মানুষের উপর ইংরেজদের অত্যাচারের স্বরূপ
* জাতীয় জাগরণের চেতনাবোধের বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবো

#নাট্যকার পরিচিতি:

জন্ম: সিকানদার আবু জাফর ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ মার্চ সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার অন্তর্গত তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
আদি নিবাস পাকিস্তানের পেশোয়ারে সেখান থেকে তাঁর পিতামহ মাওলানা সৈয়দ আলম শাহ হাশেমী ওই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন।

পূর্ণ নাম: সৈয়াদ আল্ হাশেমী আবু জাফর মুহম্মদ বখ্‌ত সিকানদার
পিতা:   সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাশেমী
সিকানদার আবু জাফর স্থানীয় তালাবিদ ইনস্টিটিউট থেকে প্রবেশিকা ১৯৩৬ এবং কলকাতার রিপন কলেজ থেকে আই এ পাশ করেন।
কলকাতার মিলিটারি একাউন্টস বিভাগে ১৯৩৯ এ তিনি পেশাগত জীবন শুরু করেন পরে সিভিল সাপ্লাই অফিসে চাকরি করেন।
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের " গ্লোব নিউজ এজেন্সী" নামক সংবাদ সংস্থায়ও কিছুকাল কাজ করেন; এ সময় তিনি ব্যবসার সঙ্গেওজড়িত ছিলেন।
১৯৫০ সালে কলকাতা হতে ঢাকায় আসেন সিকানদার আবু জাফর
দৈনিক নবযুগ, ইত্তেফাক, সংবাদ, ও মিল্লাত পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন।
বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা "সমকাল" এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক (১৯৫৭ -১৯৭০) ছিলেন।
১৯৫৮ সালে " সমকাল মুদ্রায়ন" নামে একটি ছাপা খানা ও " সমকাল প্রকাশনী" নামে একটি প্রকাশনালয়

স্থাপন করেন।
ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার যে ধারা গড়ে ওঠে সিকানদার আবু জাফর ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি স্বাধীনতা, দেশপ্রেম ও বিপ্লবের চেতনা সম্পন্ন অনেক গান রচনা করেন।

'আমাদের সংগ্রাম চলবেই' বিখ্যাত গানটি তাঁর রচিত মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রেরণার উৎস ছিল।

রচনা সমূহ:
কাব্য: প্রসন্ন প্রহর ১৯৬৫, বৈরীবৃষ্টিতে ১৯৬৫, তিমিরান্তক ১৯৬৫), কবিতা ১৩৭২, (১৯৬৮) , বৃশ্চিক লগ্ন (১৯৭১),
নাটক: শকুন্ত উপাখ্যান ১৯৫২ , মাকড়সা ১৯৬০, সিরাজউদ্দৌলা ১৯৬৫, মহাকবি আলাওল ১৯৬৬,
উপন্যাস: মাটি আর অশ্রু ১৯৪২, পূরবী ১৯৪৪, নতুন সকাল ১৯৪৫,
গল্পগ্রন্থ: মতি আর অশ্রু ১৯৪১,
কিশোর উপন্যাস: জয়ের পথে ১৯৪২, নবী কাহিনী (জীবনী ১৯৫১)
অনুবাদ: রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম ১৯৬৬, সেন্ট লুইয়ের সেতু ১৯৬১, বার্নাড মালামুডের যাদুর কলস ১৯৫৯, সিংয়ের নাটক ১৯৭১
গান: মালব কৌশিক ১৯৬৯

পুরস্কার লাভ: নাটকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ১৯৬৬
একুশে পদক মরণোত্তর ১৯৮৪

মৃত্যু: ৫ আগস্ট ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ

পাঠ বিশ্লেষণ (সংক্ষেপিত)

"সিরাজউদ্দৌলা"নাটকটি ইতিহাসাশ্রিত করুণ নাটক, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন
সংঘটিত পলাশি যুদ্ধের আগে ও পরের ঘটনা নিয়ে "**সিকানদার আবু জাফর**" রচনা করেন অসাধারণ ঐতিহাসিক এ নাটক। নাটকে এক অনিবার্য ও ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকার মধ্য দিয়ে সিরাজউদ্দৌলাকে নাট্যকার ট্র্যাজেডির নায়কের মতোই অসামান্য ও অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। এ নাটকের মাধ্যমে কৃতীধন্য নাট্যকার বাঙালিকে এ বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন যে সিরাজউদ্দৌলা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন , ষড়যন্ত্র টের পেয়েও একান্ত মানবিক ঔদার্যে প্লুত মহানুভব মানুষটি আপনজনদের কাছে, আমৃত্যু আস্থাশীল থাকার কারণে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কখনোই কঠোর ও নির্মম হতে পারেননি।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন নবাব আলিবর্দি খাঁর দৌহিত্র। ১৭৫২ সালের মে মাসে আলিবর্দি খাঁ সিরাজউদ্দৌলাকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করেন। সে সময় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো বাংলার ভবিষ্যৎ নবাবকে অভিনন্দন জানায়। ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল নবাব আলিবর্দি খাঁর মৃত্যু হলে সিরাজউদ্দৌলা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নানা বিবিধ কার্যকলাপে তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলা খুবই অসন্তুষ্ট।
কারণ: ১) তারা নবাবাবের অনুমতি ব্যাতি রেখে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে
২) মুঘল শাসকদের প্রদত্ত বাণিজ্যিক সুবিধার অপব্যবহারে।
ফলে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে
৩) সরকারি তহবিল তছনছকারী রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণ দাসকে আশ্রয় প্রদান করে
ইংরেজরা যদি প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং মুর্শিদকুলি খান প্রদত্ত বিধি ও শর্তানুসারে বাণিজ্য করতে সম্মত হয় তাহলে নবাব তাদের ক্ষমার ঘোষণা দেন। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বড় কর্তারা (কর্ণধার) তা আমলে না নিয়ে নবাবের প্রেরিত দূতকে অপমান করে। এত ক্ষুব্ধ হয়ে ইংরেজদের সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌলা প্রথমে কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ করেন এবং পরবর্তীতে কলকাতা অধিকার করে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। ইংরেজ পক্ষের গভর্নর ড্রেক গোপনে পালিয়ে যান। কিন্তু ধূর্ত কর্নেল ক্লাইভ

মাদ্রাজ থেকে অধিক সংখ্যক সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে কলকাতার দুর্গ পুনর্দখল করেন।

এরপর শুরু হয় মুর্শিদাবাদে নবাবের সাথে দরকষাকষি। ক্লাইভ যেমন ধূর্ত তেমন সাহসীও আকার যেমন মিথ্যাবাদী তেমনি কৌশলী। চারিদিক থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে তিনি তরুণ নবাবকে বিভ্রান্ত ও বিব্রত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। ধূর্ত ক্লাইভ নবাবের অধিকাংশ লোভী, স্বার্থান্ধ, শঠ ও বিশ্বাসঘাতক অমাত্য ও সেনাপতিকে বিপুল পরিমাণে ঘুষ তথা উৎকোচসহ নানা প্রকার প্ররলাভন দেখিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেন।

সিরাজউদ্দৌলা এ ধরণের মারাত্মক ষড়যন্ত্র টের পেয়েও উদারতার কারণে আস্থা ও বিশ্বাস হারাননি এবং ঘনিষ্টজনদের প্রতি কঠোর ও নির্মম হতে পারেননি।

এ সুযোগে এবার ক্লাইভ সরাসরি নবাবের বিরোদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির প্রান্তরে ক্লাইভের নেতৃত্বে যুদ্ধ শুরু হয় । এ যুদ্ধ মূলত শঠতা আর বিশ্বাসঘাতকতার। ইংরেজদের তুলনায় সিরাজউদ্দৌলার সৈন্য, গোলাবারুদ, কামান ছিল বেশি। বিপুল সমর সরঞ্জাম এর সামর্থ্য থাকার পরও নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হলেন।

কারণ: সিরাজউদ্দৌলার অধিকাংশ সেনাপতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। নবাবের আস্থাভাজন যে কয়জন সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন তাঁরাও একের পর এক মৃত্যুবরণ করতে থাকেন। নবাব বাধ্য হলেন যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে। সিরাজউদ্দৌলার এ পলায়ন জীবন রক্ষার্থে নয় বরঞ্চ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে স্বাধীনতা বজায় রাখার প্রবল আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু তিনি সফল হননি। পাটনা যাওয়ার পথে তিনি বন্দি হন ভগবানগোলায় এবং মিরজাফরের পুত্র মিরণের নির্দেশে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২ জুলাই কৃতঘ্ন মোহাম্মদী বেগের হাতে নিহত হন । বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের এ মৃত্যুতে এক করুণ ট্র্যাজেডির ইতিহাস সৃষ্টি হয়।

ক্লাস ৫
নাটক: সিরাজউদ্দৌলা

- **দ্বাদশ শ্রেণি প্রাক নির্বাচনি পরীক্ষা প্রস্তুতি ক্লাস# ৫ বাংলা প্রথম**
- **শিখন ফল:**

ক: নাটকের যথার্থ পরিবেশনার স্থল - মঞ্চ
খ: সাধারণভাবে নাটকে প্রাধান্য দেয়া হয় চারটি বিষয়ে
গ: ট্র্যাজেডি নাটকের প্রধান ধর্ম হল করুণ রস পরিবেশন
ঘ: চরিত্র বিশ্লেষণ অংশটি জানা যাবে
ঙ: নাটকটির জ্ঞানমূলক, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার উত্তর করতে পারবে।
চ: স্বাধীনতা রক্ষায় নবাব সিরাজউদ্দৌলার আত্ম ত্যাগ ব্যাখ্যা করতে পারবে
ছ: নবাব সিরাজউদ্দৌলার দেশ প্রেম সরলতা অদূরদর্শিতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবে
জ: মিরজাফর চরিত্রের বিশ্বাসঘাতকতার স্করূপ ব্যাখ্যা করতে পারবে
ঝ: ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে পওাসাদ ষড়যন্ত্রের স্বরূপ তুলে ধরতে পারবে
ঞ: ইংরেজ কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতা হরণের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করতে পারবে।

চরিত্র বিশ্লেষণ শিখবে:

ক) সিরাজউদ্দৌলা (কেন্দ্রীয় চরিত্র)

খ) মিরজাফর

গ) ক্লাইভ

ঘ) উমিচাঁদীV

ঙ) ঘসেটি বেগস

চ) মোহনলাল

ছোট ছোট অনেক চরিত্র আছে,

আমেনা বেগম, রাইসুল জোহালা বা নারান সিং, সাঁফ্রে , ক্যাপ্টেন ক্লেটন, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মিরণ, লুৎফুন্নেছা, হলওয়েল, ওয়ালি খান, মোহাম্মদী বেগ, মানিক চাঁদ

সংলাপ গুলো পড়বে

১ ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা
২ আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি
৩ উমিচাঁদ এ যুগের সেরা বিশ্বসিঘাতক
৪ সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?
৫ ভীরু প্রতারকদল চিরকালই পালায়
৬ দেশ প্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তুপে চাপা না পড়ে
৭ পলাশীতে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়
৮ যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা
৯ দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের মতো
১০ মতিঝিল ছেড়ে আমি একপাও নড়ব না
১১ ইনি কি নবাব , না ফকির
১২ ভিক্টরি অর ডেথ, ভিক্টরি অর ডেথ
১৩ ফরাসিরা ডাকাত আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?
১৪ আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে
১৫ আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজী

পাঠ সহায়ক বানান সতর্কতা:
ক্ষমতা লিপ্সা, স্বার্থান্বেষী, করুণ, কূটকৌশল, শঠতা, অমাত্যবর্গ, আঁতাত, কর্মকাণ্ড, ধূর্ততা, দৃঢ়চেতা, ব্যক্তিত্ব, পাষণ্ড, সন্ধিভঙ্গ, দৌরাত্ম্য, স্বৈরাচারী, দেশাত্মবোধ, উচ্চাভিলাষী, অকৃপণহস্ত, সুষ্ঠু, কৃতঘ্ন, বিরুদ্ধাচরণ।

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে,
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ,

ক) সিরাজউদ্দৌলার শ্বশুরের নাম কি? ১
খ) ফরাসি সেনাপতি নবাবের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কেন? ২
গ) উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে " সিরাজউদ্দৌলা" নাটকের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ) "উদ্দীপকে `সিরাজউদ্দৌলা` নাটকের আংশিক ভাব প্রতিফলিত হয়েছে " --উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

নাটকটি চার অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক ১২ টি দৃশ্য সমন্বয়ে
প্রতিটি দৃশ্য , স্থান কাল ও ঘটনার ঐক্য ভাল করে পড়বে। এবং সেগুলো নোট করে রাখবে। নাটকটি বেশ কয়েকবার পড়বে কমপক্ষে পাঁচবার। পড়ে পড়ে সংলাপগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করবে।

বিশেষ করে বাংলা নাটকের ইতিহাসের বিষয়েও পাঠ গ্রহণ করবে। সহপাঠ বইটিতে যা আছে তা পাঠ করলেই হবে।

#লেখস্বত্ব
#রুহু_রুহেল
#দুই_জ্যৈষ্ঠ_১৪২৭
#ষোল_মে_২০২০
০১৭১২ ৬১ ৮১ ৬৯

Last modified: 14:43